113

তারিখ ... 01 AUG 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গন

ঢাকা বিশ্ববিদালয় উপাচার্য সমীপে

আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিভিন্ন বিভাগের ১৯৮৫-৮৬ ও '৮৬-৮৭ সেশনের সম্মান (সনাতন) পরীক্ষায় "পাস ডিগ্রী" প্রাপ্ত শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী পুনরায় সম্মান পরীক্ষা দিতে চাই, কিন্তু কলেজে পাঠানো একটা নোটিশের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, যারা "পাস ডিগ্রী" পেয়েছে তারা পুনঃ পরীক্ষা দিতে পারবে না। আমাদের ভিতর/অনেকে ১৯৯১ সনের সম্মান পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে পুনঃপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। তাদের ক্ষেত্রে সেশন পুনঃবিবেচনা করা হয়েছে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা করা হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী পাঁচ বছরের অধিক কারো নিবন্ধন থাকে না। পূর্বে দেখা গিয়েছে ১৯৮৩-৮৪ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাবসিডিয়ারী বিষয়ে ১৯৯২ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমরা সবাই অনেক কষ্ট করে দীর্ঘ ৬/৭ বছর সম্মান পড়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় "পাস ডিগ্রী" পেয়ে চরম হতাশার মধ্যে কালাতিপাত করছি।

এখন যদি আমাদের মাস্টার্স প্রিলিমিনারী পড়তে হয় তবে মাস্টার্স চূড়ান্ত পরীক্ষার আগেই অনেকের চাকুরীর বয়স শেষ হয়ে যাবে। তাই আমাদেরকে পূর্বের ন্যায় বিশেষ বিবেচনায় পুনঃ পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেয়ার জন্য মাননীয় উপাচার্যের নিকট আমাদের আকুল আবেদন পেশ করছি।

—আবদুল কুদ্দুস, শরীফ ও নাছির,
পরিসংখ্যান বিভাগ,
জগন্নাথ বিঃ বিঃ কলেজ।

ক্যাডেট কলেজভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম

সরকার দেশের ১০টি ক্যাডেট কলেজের জন্য প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সামরিক বাহিনীর মেধাবী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং চৌকস অফিসার তৈরীর লক্ষ্যে। ক্যাডেটরা ক্যাডেট কলেজে সাধারণ শিক্ষার পাপাপাশি বিভিন্ন প্রকার সামরিক ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবে ৬ বছর ক্যাডেট কলেজে শিক্ষা লাভের পর এইচএসসি পাস করে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করার কথা। কিন্তু অল্প সংখ্যক ক্যাডেট সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে বা করার সুযোগ পায়। বাকি ক্যাডেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়।

একজন ক্যাডেট যদি সরকারের বিপুল পরমিাণ অর্থ ব্যয় করে সামরিক বাহিনীতে যোগাদানের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তবে ঐ ক্যাডেটকে ক্যাডেট কলেজে রেখে সরকারী অর্থ অপচয় করার যুক্তি কোথায়?

মোঃ আবুল কাসেম,
শালগাড়িয়া, পোঃ পাবনা,
জিলা- পাবনা।